

'USING THE PADMA RAIL LINK, I CAN EASILY COMMUTE FROM MY HOMETOWN TO DHAKA CITY EVERY DAY!"

Built with 90% BSRM steel, the journey of the Padma Rail Link Project begins

BSRM





Reserves to hit **\$24.5b** by June next year

Shows central bank projection; economists remain sceptical

REJAUL KARIM BYRON

Gross foreign currency reserves will bounce back to \$24.5 billion by the end of the fiscal year on the back of a 5 percent export growth, 2 percent remittance growth and 7 percent import de-growth, as per the central bank's projections.

The projections, which were prepared for the International Monetary Fund and the other multilateral donors as well as the government, are dependent on letting the exchange rate float after the election, due to be held in January next year. This would mean there would be no need to sell dollar

from the reserves to support the exchange rate. In the first two months of the fiscal year, BB sold \$3.2 billion to artificially prop up the exchange rate. But thanks to the market-based exchange rate, the net dollar sales at the end of the fiscal year would be zero,

shows the projections seen by The Daily Star. BB sold \$13.4 billion last fiscal year and \$7.4 billion the

The market-based exchange rate would mean remitters

would be lured into the official channel to send money. About \$22.8 billion is expected in remittance by June next

In the first three months of the fiscal year, remittance inflows were down 12.3 percent year-on-year at \$4.9

The market-based exchange rate and the restrictions mean imports in fiscal 2023-24 will be about \$64.6 billion, down 7 percent from a year earlier.

Imports dropped about 22 percent in the first two months of the fiscal year.

The slight export and remittance growth and lower imports mean the overall balance will be \$0.6 billion in the deficit at the end of the fiscal year in contrast to the deficit of \$8.2 billion in fiscal 2022-23.

The central bank is also expecting about \$3 billion in budget support from the development partners by this

SEE PAGE 2 COL 1

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



A fire broke out on the 12th floor of the 14-storey Khawaja Tower in Dhaka's Mohakhali area yesterday afternoon. Eleven units of the Fire Service and Civil Defence were working to douse the flame and rescue those trapped inside

3 killed, 10 hurt in Mohakhali high-rise fire

STAFF CORRESPONDENT

At least three people died after a fire broke out at the Khawaja Tower, a 14-storey commercial building on Bir Uttam AK Khandaker Road in Dhaka's Mohakhali, yesterday afternoon.

The victims have been identified as engineer Rafiqul Islam, 65, who used to work on the 13th floor, and Aklima Rahman, 33, and Hasna Hena, 27, both of whom worked at offices of internet service providers (ISP) on the ninth floor.

SEE PAGE 6 COL 4

Telecom, internet service disrupted

STAFF CORRESPONDENT

The fire that broke out at Khawaja Tower in Mohakhali yesterday caused significant disruption in internet and telecommunication services as the building houses operation centres of several international internet gateway (IIG) service providers, data centres and interconnection exchanges (ICXs).

Many IIG operators run their operations from the building from where broadband and telecom service providers get bandwidth, said Md Emdadul Hoque, president of the Internet Service Providers Association

"So, at least 30 percent of the internet connections of Bangladesh will be hampered," he added.

The IIG companies operate as international gateways for internet

SEE PAGE 6 COL 6

Hepatic procedure done on Khaleda

STAFF CORRESPONDENT

A hepatic procedure on BNP Chairperson Khaleda Zia was completed last night at the Evercare Hospital.

A medical team, including three US specialist physicians, did the procedure on the 78-year-old

former premier. The team performed transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS) procedure on Khaleda, who has

been suffering from liver cirrhosis, said a member of the medical board formed for her treatment. The doctor was present during the procedure.

"The team started the intervention at 5:37pm and it ended at 7:37pm," said the physician.

Besides liver complications, the BNP chief has been suffering from multiple SEE PAGE 6 COL 1

"China never exerts pressure on any other country"

The Belt and Initiative, Road which Bangladesh one of the first signatories, celebrates 10th anniversary year. In this



conversation with The Daily Star, Chinese Ambassador Yao Wen shared his views on the China-Bangladesh Belt and Road cooperation along with other bilateral and regional issues.

SEE PAGE 9

আমরা গভীরভাবে শোকাহত

আমরা হারিয়েছি আমাদের নয়নমণি আমাদের অভিভাবক এবং দেশ ও জাতি হারিয়েছে এদেশের একজন কীর্তিসন্তান

ডাসার-কালকিনি-মাদারীপুরের আপামর মানুষের নয়নমণি দেশের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, রাজনীতিক শিক্ষা-উদ্যোক্তা, দেশবরেণ্য সমাজসেবক সাবেক যোগাযোগমন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেন আমাদেরকে একবুক অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)।

আজ আমরা বেদনাবিধুর, অসহায়-এতিম, আশ্রয়হীন ও অভিভাবকহীন। ঘরে ঘরে আজ কান্নার মাতম। শোকে বিহ্বল। আকাশ-বাতাস আজ শুরু।

একজন ক্ষণজন্মা মানুষ চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এই জনপদে তিনি ছিলেন সূক্রদ, প্রীতিভাজন ও বন্ধু-বৎসল। তিনি সমাজহিতৈয়ী ও পরোপকারি ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-উদ্যোজা ছিলেন। তিনি ভারতের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'বাংলাদেশের বিদ্যাসাগর খেতাব ভূষিত' শিক্ষানু-রাগী ছিলেন। সুদূর পূর্ব এশিয়ার চীন থেকে শুরু করে পশ্চিমা বিশ্বের সর্বত্রই ছিল আর অবাধ বিচরণ। যাঁর চলমান জীবন ছিল ত্যাগও তিতিক্ষার। ধৈর্য, সাহস ও পরমত সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল দুষ্টান্ত তিনি।

সৈয়দ আবুল হোসেনের জন্ম ১৯৫১ সালের ১ আগস্ট। বর্তমান মাদারীপুর জেলার কালকিনি থানার ডাসার উপজেলায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন অনুপম ব্যক্তিত্বের অধিকারী পরোপকারী আলহাজ্ঞ সৈয়দ আতাহার আলী এবং মাতা আলহাজ্জ সুফিয়া আলী। যিনি ছিলেন অসম্প্রদায়িক চেতনায় ভাষর একজন রত্নগর্ভা মহীয়মী নারী।

উপমহাদেশের সুলতানুল আউলিয়া হযরত সৈয়দ শাহ আলী বোগদাদী (র)-এর ১১তম বংশধর ছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন। সেই সূত্রে তিনি ছিলেন দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন আলম শাহের রক্তাধিধারী এবং কুতুবুল এরশাদ পিরে কামিল হযরত শাহ সুফি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (র)-এর অধন্তন। তিনি মাদারীপুর-কালকিনি-ডাসার অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এবং সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হযরত সৈয়দ শাহ ওসমান (র)-এর পরবর্তী বংশধর। ডাসারের পবিত্র মাটিতে তিনি শুয়ে আছেন।

সৈয়দ আবুল হোসেনের জীবন ছিল কর্মময় এবং বর্ণাঢ্য। তিনি ছিলেন একজন স্থনামধন্য ব্যবসায়ী। প্রতিষ্ঠান সাকো ইন্টারন্যাশনাল লি. এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তিনি মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং সাকো সিকিউরিটিজ-এর চেয়ারম্যান। তিনি নিজের দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যবসায়িক বুৎপত্তি দিয়ে দেশে-বিদেশে একজন খনামধন্য ও সমাদৃত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

চীনে তাঁর পরিচিতি ব্যাপক। তিনি সে দেশে একজন সম্মানীত, মর্যাদাবান ব্যক্তির আসন লাভ করেছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপতিদের সঙ্গে তাঁর ছিল সূহ্বদ উষ্ণসর্ম্পক। একজন সূত্রধারার রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমধর্মী, নজিরবিহীন এবং অনুকরণীয়। তিনি কখনই বিরোধী রাজনীতিবিদদের কটাক্ষ করেননি। তিনি নিজের নেতা ও দলের নীতি ও নৈতিকতাকে উচ্চতায় তুলে ধরেছেন। বস্তুত তিনি ছিলেন একজন স্বচ্ছ রাজনীতিবিদ।

সৈয়দ আবুল হোসেন পরপর চারবার সংসদ সদস্য ও তিনবার মন্ত্রী পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি দেশের আত্মসামাজিক এবং অবকাঠামো উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন। যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে তাঁর অবদান জাতি চিরদিন মনে রাখবে। তাঁর সময়ে পদ্মাসেতু প্রকল্পের নকঁশা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নে তাঁকে বৈশ্বিক পর্যায়ে পরিচিতি এনে দিয়েছে। তাঁর সময় পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ অবস্থানে দ্বিতীয় পদ্মাসেতু-একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছিল।

७।সার-কালকিনি-মাদারীপুর উন্নয়নের রূপকার ছিলেন সৈয়দ আবুল হোসেন। আজ এলাকাটি উন্নয়নের মহাসড়কে সামিল হয়েছে। শিক্ষা, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, বিনিয়োগ, উৎপাদন, ঐক্য, প্রগতি, চিকিৎসা, বাসস্থান-এককথায় স্বচ্ছল আধুনিক জীবনযাপনের রোলমডেল হিসেবে পরিচিত হয়েছে ডাসার-কালকিনি। তাঁরই প্রচেষ্টায় আজ ডাসার উপজেলা। যার একক কৃতিত্ব শুধু তাঁরই।

সৈয়দ আবুল হোসেন সমাজসেবায় এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহাপ্লাবন, ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত দুর্গতদের পাশে তাঁর সরস উপস্থিতি ছিল ১৯৮০ সাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। কন্যাদ্বায়গ্রন্থ পিতা এবং অসহায় কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে থেকে খালি হাতে কখনো ফিরে যায়নি।

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন- সৈয়দ আবুল হোসেনের জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। এ ক্ষেত্রে তিনি সেই যুগের দানবীর হাজি মুহম্মদ মহসীনকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি নিজম্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠা করেন ৪টি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসহ ৬টি কলেজ। নিজম্ব এলাকাসহ দেশের অন্যত্র গড়ে তুলেছেন দেড় শতাধিক প্রাথমিক কমিউনিটি বিদ্যালয়। তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা শিক্ষার্থীরা আজ দেশে-বিদেশের

وإنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে ডাসার উপজেলা সৃষ্টি তাঁর অবদান অবিশ্মরণীয়। এছাড়া-মাদারীপুর জেলাকে সি- গ্রেড জেলা থেকে বি- গ্রেড জেলায় উন্নীতকরণে- ডাসার উপজেলা- প্রতিষ্ঠায় তাঁর কর্মতৎপরতা মৃত্যুর আগপর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সৈয়দ আবুল হোসেন ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন অনন্য

উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন কর্মে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও উপাসনালয় প্রতিষ্ঠায়, প্রভৃত আর্থিক সহায়তা করেছেন। ডাসার থানা

আর্ম্ভজাতিক সম্পাদক হিসেবে বর্হিবিশ্বে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কারিশমায় তিনি 'বোয়া ফোরাম ফর এশিয়া'র প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ও বাংলাদেশের ছায়ী প্রতিনিধি। চীনের নেততে প্রতিষ্ঠিত 'এআইআইবি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুতপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।

একজন সূজনশীল লেখক ও গবেষক হিসেবে সৈয়দ আবুল হোসেন ২৯টি নানামাত্রিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। শিক্ষা ও আত্ম-সামাজিক উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি ২২টি পুরন্ধার ও সম্মাননা পেয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ভারতের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিদ্যাসাগর পুরন্ধার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনতা পুরন্ধার, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় পুরস্কার এবং বাংলাদেশে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পুরস্কার, মাওলানা ভাসানী জাতীয় পুরস্কার, শহীদ সোহরাওয়ার্দী পুরক্ষার, বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরক্ষার অন্যতম। তিনি বাংলাদেশর যুগশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-উদ্যোক্তা এবং আমেরিকান মিলিনিয়াম অব দ্য অনার স্বর্ণপদকে ভূষিত হয়েছেন।

সৈয়দ আবুল হোসেন বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন হয়রত শাহ সৃফি খাজা এনায়েতপুরী (র)-এর পরিবারে। তাঁর সহধর্মিণী বর্তমান গদিনশিন হুজুরপাক খাজা কামালউদ্দিন নুহ মিয়ার কন্যা খাজা নারগীস হোসেন। তিনি একজন বিদুষী মহিলা এবং করপোরেট পর্যায়ে স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁদের দুই কন্যা সম্ভান দেশ ও আর্দ্রজাতিক পরিমণ্ডলে

আজ আমরা এমন একজন মানুষকে হারিয়েছি, যিনি ছিলেন ন্যায় নিষ্ঠা, সততা, আদর্শ ও জবাবদিহি, নৈতিকতা এবং শ্বীয়কর্মে ভাশ্বর। তাঁর আসন শত-সহশ্র মানুষের মনের মণিকোঠায়। একসময় যার পূর্বপুরুষ এদেশের মাটিতে ইসলামের গোড়াপত্তন করেন। তাঁদের যোগ্যতম উত্তরসূরি সৈয়দ আবুল হোসেন এই অবহেলিত-পশ্চাৎপদ- বঞ্চিত মানুষকে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তাঁর একক প্রচেষ্টায় ডাসার-কালকিনি-মাদারীপুর আজ উন্নয়নের রোলমডেল।

আজ অশ্রুসিক্ত মানুষ তাঁকে জাগতিক বিদায় জানালেও তিনি সকলের অন্তরে সদাজাগ্রত। তাঁর কীর্তি মহান হয়ে থাকবে, চিরদিন-চিরকাল। যে বৃক্ষের বীজ তিনি রোপন করে গেছেন, তার ফল আপামর জনসাধারণ ভোগ করবে সুদীর্ঘকাল। আমরা কি কখনো ভুলতে পারবো এই মহান ব্যক্তিকে। কায়মনোবাক্যে বাক্যে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। হে আল্লাহ শোকাহত, অশ্রুসিক্ত মানুষের এই প্রার্থনা কবুল করুন। আমিন।

ডাসার-কালকিনি-মাদারীপুরের সর্বস্তরের জনগণ



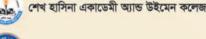
শিক্ষার জন্য এসো, সেবার জন্য বেরিয়ে যাও – সৈয়দ আবুল হোসেন

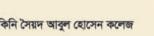




POWER RESOURCE CORPORATION







সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ, খোয়াজপুর

একাডেমী এন্ড কলেজ



ডি কে আইডিয়াল সৈয়দ আতাহার আলী

